তারিখ 25 OCT 2016
পৃ: ৩ কলাম ৪

সংবাদ

'বয়ঃসন্ধি শিক্ষায় জড়তা ভাঙছে কিশোর-কিশোরীদের'

প্রতিনিধি, রাজশাহী

বয়ঃসন্ধিকাল জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা, সামাজিক দক্ষতা, সম্পর্ক উন্নয়ন এবং চরিত্র গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সময়। শিশু থেকে যৌবনে পা রাখার প্রক্রিয়ার সময়ের মধ্যে বয়ঃসন্ধি যোগ হয়। যার ফলে কিশোর-কিশোরীর শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই বিকাশ সম্পূর্ণ করতে প্রর্তেক কিশোর কিশোরীকে সচেতন হতে হবে। এক দশক আগেই বয়:সন্ধিকাল নিয়ে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে জ্ঞান না থাকলেও এখন সময়ে পরিবর্তন এসেছে। সচেতন হতে শুরু করেছে অভিভাবক থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরীরাও। গত রোববার দুপুরে বাংলাদেশ পরিবার পরিকল্পনা সমিতির (এফপিএবি) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় ও পরামর্শ সভায় বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। এসেট প্রকল্পের আওতায় কিশোর কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উঠে আসে, সঠিক সময়ে বয়:সন্ধি বিষয়টি উপলব্ধি করা এবং তার বিপরীতে পিতামাতার কর্তব্য পালন করতে সক্ষম না হলে যে বিপর্যয় ঘটে তা রোধ করা অসম্ভব। আজকের এই বয়:সন্ধি সন্তান আগামীকালের আদর্শ নাগরিক। সুষ্ঠ লালন পালনের অভাবে তারা বিপদগামী, চিন্তা চেতনায় নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটিয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ নেশার জগতে প্রবেশ করে। এসেট প্রকল্পের আওতায় কিশোর কিশোরীদের যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসেট প্রকল্প রাজশাহী পবা উপজেলার ৪২টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে বয়:সন্ধিকালের শিক্ষা নিয়ে কাজ করে আসছে। সভায় জানানো হয়, ১৮ বছরের আগে নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক যে পরিবর্তনগুলো ঘটে তা নিয়ে ভুক্তভোগীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এ সময় অনেকেই আবার সমবয়সীদের কাছে পরিস্থিতি মোকাবেলার উপায় সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু সমবয়সীদের এই সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট জ্ঞান না থাকায় তারাও উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারে না। ফলে কিশোর কিশোরীরা বিপদের সম্মুখীন হয়। সভা চলাকালে এফপিএবি রাজশাহী জেলা কর্মকর্তা অরুণ কুমার শীল বলেন, এসেট প্রকল্পের আওতায় এ বিষয়ে সচেতন করতে এফপিএবির ট্রেনাররা প্রথমে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ম্যানেজিং কমিটির নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। পরে তাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরও যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন করছেন। এতে তাদের মধ্যেকার জড়তা কাটছে। তারা প্রশ্ন করতে শিখছে। জানতে চাচ্ছে কীভাবে এ সময়টা সুস্থ এবং নিরাপদ থাকা যায়। পূর্ণ তথ্য পাওয়ায় তারা নিজেরা আর বিভ্রান্তিতে জড়াচ্ছে না। এফপিএবি রাজশাহী জেলা কর্মকর্তা অরুণ কুমার শীলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তব্য রাখেন- প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, সহকারী জেলা কর্মকর্তা এসএম মিজানুর রহমান, কো-অর্ডিনেটর (অর্থ) আকতারুজ্জামান ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম। এছাড়া অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকরা এতে তাদের বিভিন্ন মতামত তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন।